ইসলামের বিশোধন

জিয়াউর রহমান
+৮৮০১৭১৫১১৮২৩১, ziaur08@gmail.com
https://sites.google.com/site/ziaurrahman1020016/

সংস্করণ - ০৯/০৩/২০১৯

প্রারম্ভিক

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসুলুহু।

আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ও'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীমা ও'আলা আ-লি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ; আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ও'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারকতা 'আলা ইব্রাহীমা ও'আলা আ-লি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ।

বিছমিল্লা-হির রহমা-নির রহি-ম।

পটভূমি

বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানেরা শয়তানের চক্রান্তে পড়ে শিরক, কুফর ও বিদআতে জড়িয়ে আল্লাহর সীমানা থেকে বের হয়ে শয়তানের পেটে অবস্থান করছে। শয়তানের পেটের মধ্যে তারা নাজায়েজ, হারাম, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি খেয়ে পরিপুষ্ট হয়ে জাহান্নামের বাসিন্দা হওয়ার উপযোগী হচ্ছে। তাদের কারো মৃত্যু হলেই শয়তান তাকে নিয়ে জাহান্নামে বমি করে দেয়। শয়তান সুকৌশলে তাদের দ্বীন ইসলামের মধ্যে জালিয়াতি করে দিয়েছে। আর সেই ভেজাল ধর্ম পালন করে তারা ঘর্মাক্ত হচ্ছে, আর শয়তান খুশিতে আঁটখানা। তাদেরকে দ্বীনের-বিশ্বাসের ত্রুটি সম্পর্কে ভাবার অবকাশও দিচ্ছে না শয়তান। তারা আল্লাহর কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়ে জাল-ভেজাল হাদিস ও হুজুরদের মনগড়া মতবাদ লালন করে যাচ্ছে। এজন্য স্বজাতির ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করছি। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করছি।

মুসলমানদের প্রতি আহবান

মুসলমানরা বিদআত - কুফর - শিরক থেকে যেন মুক্ত হতে পারে, এজন্য দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমানের প্রতি নিম্নের বিষয় গুলো মেনে চলার অনুরোধ -

১। দুটি প্রধান কালিমা নিম্নরুপ ব্যবহার করবেন-

(ক) কালিমা তাইয়্যিবাহ (পবিত্রতার বাণী) - "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।" - শুধু এতটুকু, আর কোন সংযুক্তি নয়। বিস্তারিত দেখুন এখানে।

(খ) কালিমা শাহাদাত (সাক্ষ্য) - "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাসনার (পাওয়ার) যোগ্য নয়, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছিলেন (এখন নেই, মারা গেছে) আল্লাহর একজন দাস ও বার্তাবাহক।"

২। আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অন্য কোন অতীত মানুষকে সায়্যিদ / সায়্যিদুনা / নেতা / সর্দার উপাধি / খেতাব / নাম দেবেন না বা, অন্য কাউকে এ জন্য উৎসাহিতও করবেন না।

৩। নবী মুহাম্মদকে 'সায়্যিদুল আম্বিয়া (নবীদের সর্দার)' বা, 'ইমামুল আম্বিয়া (নবীদের নেতা)' বা, রাসুল মুহাম্মদকে 'সায়্যিদুল মুরসালিন (রাসুলদের নেতা)' উপাধি / খেতাব / নাম দেবেন না বা, অন্য কাউকে এ জন্য উৎসাহিতও করবেন না।

৪। আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওজামুবারক / কবরে জীবিত, জিন্দা নবী, হায়াতের নবী (অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত), তিনি সর্বত্র উপস্থিত, তিনি সবকিছু শুনেন, তিনি সবকিছু দেখেন - এধরনের তথ্য কখনো বলবেন না বা লিখবেন না বা অন্য কাউকে এগুলো করার জন্য উৎসাহিতও করবেন না।

৫। নবী মুহাম্মদকে আমাদের দেনেওয়ালা, বাঁচানেওয়ালা, বেহেশত / দোযখ বন্ঠনকারী - এধরনের তথ্য কখনো বলবেন না বা লিখবেন না বা অন্য কাউকে এগুলো করার জন্য উৎসাহিতও করবেন না।

৬। যেহেতু আল্লাহর রাসুল এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই, তাই তাহার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারটিও অসংগত। তাই কখনো "আল্লাহ এবং তাহার রাসুলকে মান্য কর।" অথবা "আল্লাহ এবং তাহার রাসুলের প্রতি আনুগত্য ঈমানের অঙ্গ।" - বলবেন না। বরং কেবল আল্লাহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক চলতি দায়িত্বের নেতাদেরকেই মেনে চলবেন। আর রাসুলের আদর্শ সমূহ ঠিক অনুসরণই করবেন এবং তিনি যেসব কিছু নিষেধ করেছেন সেগুলো এড়িয়ে চলবেন। কিন্তু কোরআন পাঠের সময় আনুগত্যের ব্যাপারে কোরআনের আয়াতগুলো যেরকম আছে সেরকমই পড়বেন।

৭। "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" ও দরুদ-ই ইব্রাহিম ছাড়া অন্যসব দরুদ ও সালাওয়াত বর্জন করবেন / এড়িয়ে চলবেন এবং অন্যকেও ঐগুলো শিখাবেন না বা আমল করতে উৎসাহিত করবেন না।

৮। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখন মৃত, ইহকালে নেই, তাই নামাজের বৈঠকে তাশাহুদ হবে নিম্নরূপ -

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াআচছালাওয়াতু ওয়াত্তয়্যিবাতু আচ্ছালামু আলা আন-নাবিয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আচ্ছালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিচ্ছলিহিন আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসুলুহু।"

("সমুদয় মৌখিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উপাসনা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। নবীর প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছিলেন আল্লাহর একজন বান্দা ও রাসুল।")

"আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান-নাবিয়্যু"-যুক্ত তাশাহুদগুলো কখনো শিখবেন / পড়বেন / লিখবেন / বলবেন না।

৯। "ইয়া মুহাম্মদ", "ইয়া নবী", "ইয়া রসুল", "ইয়া হাবীব", "ইয়া আল্লাহ - রসুল", "আল্লাহ খুশি - রাসুল খুশি", "আল্লাহর সন্তুষ্টি - রাসুলের সন্তুষ্টি", "আল্লাহর ডর / ভয় - রাসুলের ডর / ভয়" ইত্যাদি কথা কখনো বলবেন না বা লিখবেন না বা অন্য কাউকে শিখাবেন না।

১০। মৃত / অনুপস্থিত কারো (যেমন, নবী মুহাম্মদ, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, আব্দুল বারী, ...) উছিলায় দোয়া করবেন না এবং অন্য কাউকে এধরনের দোয়া করার জন্য উৎসাহিতও করবেন না।

১১। মৃত ব্যক্তি (যেমন, নবী মুহাম্মদ, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, আব্দুল বারী, ...) থেকে অথবা, তাহাদের রেখে যাওয়া দ্রব্যাদি / স্মৃতি বস্তু (যেমন- চুল, কাপড়, বাসন-কোসন ইত্যাদি) ব্যবহার / ধারণ করে আশীর্বাদ, বরকত, আধ্যাত্মিক ফয়েজ / কল্যাণ / উপকার চাইবে না বা আশা করবে না কখনো।

১২। "নবীর উপর দরুদ শরীফ না পড়লে দোয়া কবুল হয় না", "দোয়া করার আগে বা পরে দরুদ না পড়লে দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে না", দোয়ার আগে বা পরে নবীর উপর দরুদ না পড়লে সে দোয়া আসমানে উঠে না", "দোয়া করার আগে বা পরে দরুদ পড়তে হয়" - ইত্যাদি কথা কখনো বলবেন না বা লিখবেন না বা পালন করবেন না বা অন্য কাউকে এগুলো করার জন্য উৎসাহিতও করবেন না।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

দায়মুক্তি

আপনি নিজ ঝুঁকিতে / দ্বায়িত্বে এই লেখা ব্যবহার / প্রয়োগ / অনুসরণ করতে পারেন, এর ব্যবহার / প্রয়োগ / অনুসরণের দরুন আপনার ক্ষতি / অনিষ্ট হলে বা অকল্যাণ ঘটলে লেখক দ্বায়ী নয়।

আলহামদুলিল্লা-হ

হে আল্লাহ, সমস্ত ভুল-অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আর এই প্রবন্ধ লেখায় যাদের অবদান আছে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান কর।

পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ

উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিপরীতে আল-কুরআন এবং সহীহ হাদিস থেকে বিস্তারিত দলিল এবং আলোচনা "ইসলাম শিক্ষা" ওয়েবসাইটে আসবে ইনশা-আল্লাহ শীঘ্রই। ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করুন। আর সরলভাবে ওগুলো অনুসরণ করুন।

সুপারিশ

ইসলামের সীমা লঙ্গগণের কোন ব্যাপার উপরের বিষয়াবলীতে অন্তর্ভুক্ত না হলে, অনুগ্রহ করে কমেন্ট লিখে জানান এই ওয়েবপেইজে-

https://zreligionbn.blogspot.com/p/blog-page_6.html - ইসলামের বিশোধন

---সমাপ্ত---